দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 17 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফুঁসে উঠছে শিক্ষক সমাজ

শহীদ মিনারে আন্দোলনরত শিক্ষকদের উপর পুলিশের হামলা ও পিপার স্প্রে

☐ স্টাফ রিপোর্টার

পুলিশের বাধা ও মরিচের গুঁড়া (পিপার) স্প্রের ফলে এবার কর্মসূচীই পালন করতে পারেনি নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। বারবার হামলা, নির্যাতন ও পুলিশী বাধার কারণে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী স্থলে দাঁড়াতেই পারেনি আন্দোলনকারীরা। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ ধরনের পুলিশী হামলা ও অমানবিক আচরণে ফুঁসে উঠছে শিক্ষক সমাজ। অন্যদিকে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে দেশের ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট পালিত হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের জন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৭ দফা দাবি আদায়ে ১৩ জানুয়ারি থেকে অবিরাম ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। শিক্ষকদের আন্দোলনের ফলে ব্যাহত হচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষকদের দাবি আদায়ে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা আসতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন শিক্ষকেরা। আজ আবারও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন কর্মসূচী পালনের ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট।

এমপিওভুক্তির দাবিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের লাগাতার আন্দোলনে গতকাল (বৃহস্পতিবার) পূর্ব ঘোষিত আমরণ অনশন কর্মসূচী পালন করতে দেওয়া হয়নি শিক্ষকদের। নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট অনশন কর্মসূচী পালনের জন্য গতকাল সকাল ১০টায় প্রেসক্লাব এলাকায় জড়ো হতে থাকে। এসময় শিক্ষা ভবন, পল্টন, সেগুনবাগিচা এলাকায় পথচারীদের জিজ্ঞেস করে করে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। শিক্ষক পরিচয় দিলে তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানী করা হয় বলে শিক্ষকরা অভিযোগ

পৃঃ ১৫ ক ঃ ৬

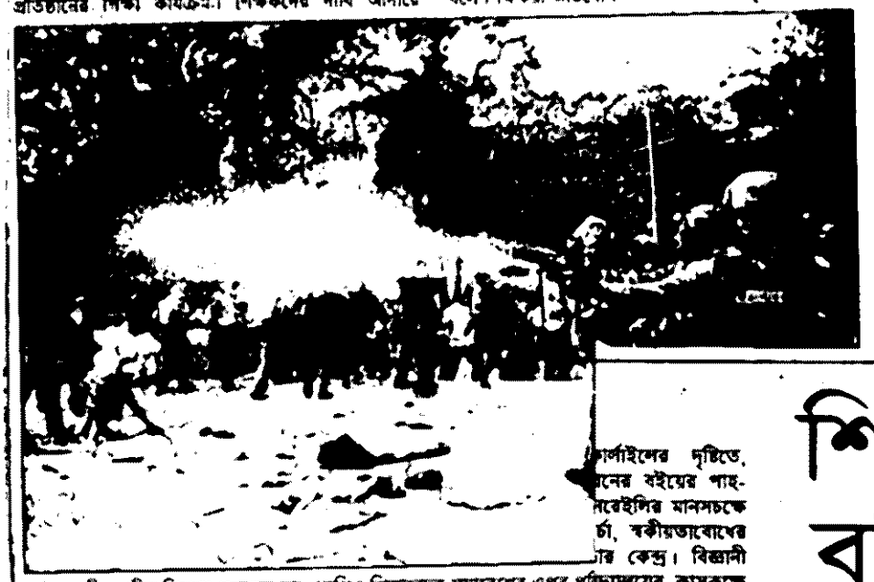

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গতকাল নন-এমপিও শিক্ষকদের সমাবেশের ওপর পুলিশের ...

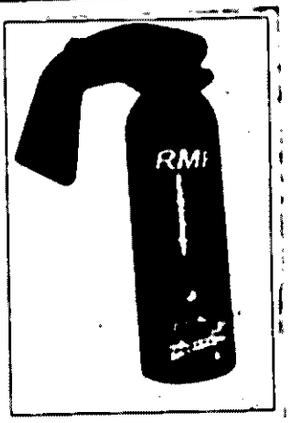

মারাত্মক ক্ষতিকর পিপার স্প্রে

☐ স্টাফ রিপোর্টার

মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থ 'পিপার গ্যাস' শিক্ষকদের আন্দোলন দমনে এ প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করলো ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। পিপার নামের সঙ্গে গ্যাস যুক্ত থাকলেও এটি মূলত এক ধরনের স্প্রে। পিপার-স্প্রে হচ্ছে বহনযোগ্য এক-ধরনের রাসায়নিক-অস্ত্র যা অনেকটা টিয়ার গ্যাসের

পৃঃ ১২ ক ঃ ৪

শিক্ষাঙ্গনে বুদ্ধিবৃত্তির

কার্লাইলের দৃষ্টিতে, ...নের বইয়ের পাহ-...রেইলির মানসচক্ষে ...র্চা, স্বকীয়তাবোধের ...র কেন্দ্র। বিজ্ঞানী ...বেক প্রধানমন্ত্রী টন ...ধিকার সম্পর্কে ...ক্ষা, শিক্ষা এবং ...ক্ষা হলো সেই ...য় পরমতসহিষ্ণু, ...প্রত্যয়ী। ফ্রস্ট, ... এরা কেউ বেঁচে ...ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ... উক্তিগুলো নিয়ে ... অস্থির পরিস্থিতি ...বাদ দিয়ে কঠিন ...রতেন। সর্বোচ্চ ...তর জ্ঞানচর্চার মুক্তি দেয়া হয়েছে তাদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধে হত্যা সন্ত্রাসসহ গুরুতর অপরাধে অভিযোগ ছিল। দায়মুক্তি নেপথ্যে বাণিজ্যের কারণে সন্ত্রাসীরা যদি জেল থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে তা হয় চরম উদ্বেগের বিষয়।

এক সময় ছিল যখন ছাত্রনেতারা ছিলেন আমজনতার চোখে নীতি ও আদর্শের অনুসরণযোগ্য প্রতীক। ছাত্রনেতারা তখন শিক্ষার মান ও পরিবেশ, শিক্ষ আয়োজনে নানা সংকট এবং ছাত্রছাত্রীদের কল্যা চিন্তায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখতেন। গভীর অভিনিবে সহকারে দেশ-কাল-জীবন-জগত নিয়ে ভাবতেন বিভিন্ন সমস্যা-সংকটের উৎসে গিয়ে গ্রহণযো সমাধানের পথ খোঁজায় আত্মনিয়োগ করতেন। তখন

াধের অবক্ষয়ের পরিণা
ধপ্রবণতা এবং অপরাধীদে
য়ার ধারাবাহিকতা সমাজ
হ। এই কঠিন অবস্থা থেকে
র সব ধরনের সন্ত্রাস-সহিং
নতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্য
র উর্ধ্বে নয়- প্রশাসনকে এ
ত হবে। নিরন্তর এই প্রচেষ্টা
ই। সমাজের প্রতিটি স্তরে